



ATMADEEP

An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal

ISSN: 2454-1508

Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)

Volume- III, Issue-I, September, 2026, Page No. 94-100

Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711

Website: <https://www.atmadeep.in/>

DOI: 10.69655/atmadeep.vol.3.issue.01W.509



নারী জীবনের ভিন্ন স্বর: প্রসঙ্গ অমর মিত্রের ‘ধনপতির চর’

রাজীব রজক, গবেষক, সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়, পুরুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Received: 20.09.2026; Accepted: 28.09.2026; Available online: 30.09.2026

©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

Abstract

From the beginning of human civilization, society has developed through the combined efforts of men and women. However, women have historically remained subordinate to men and faced various forms of gender discrimination. In patriarchal societies, restrictions have often been imposed on women's freedom and mobility. Over time, however, women's consciousness, self-awareness, and spirit of resistance have gradually developed. *Dhanpatir Char*, first published in 2007, is a significant novel by contemporary Bengali writer Amar Mitra. Set against a riverine and maritime landscape, the novel primarily focuses on the lives and struggles of women living on Dhanpatir Char. Through characters such as Batasi, Jamuna, and Kunti, Mitra portrays different dimensions of women's experiences.

Every year, fishermen come to Dhanpatir Char for six months with women from different places, establishing temporary households. These women assist in fishing-related activities, dry fish, perform rituals, and pray for the safety of the fishermen. When the fishermen return home, however, the women are forced to return to their uncertain and itinerant lives.

Batasi emerges as a significant figure of self-respect and resistance. Although Dasharath Byapari and Mangal Midde attempt to sell her, she refuses to submit. By accepting Ganesh as her husband, she asserts her dignity and individuality and dreams of creating a stable family life.

Kunti represents another dimension of female empowerment. Initially one of Dhanapati's wives, she gradually establishes authority over the Char and becomes known as Dhaneshwari. She challenges practices that exploit women and dreams of creating permanent households for the women of the Char.

Thus, through Batasi and Kunti, Amar Mitra portrays women's deprivation, desires, self-respect, and resistance. The novel simultaneously depicts patriarchal oppression and women's struggle for identity, dignity, security, and rights, presenting the multidimensional voices of women's lives.

Keywords: Women's Empowerment, Gender Discrimination, Patriarchy, Female Resistance, *Dhanpatir Char*

মানব সভ্যতার সূচনালগ্ন থেকে নারী-পুরুষের যৌথ প্রচেষ্টায় সভ্যতার বিকাশ ঘটেছে। আমরা আদিমকাল থেকে বিচরণ করে বর্তমানে পৌঁছেছি। কিন্তু মানব সমাজে নারীর অবস্থান-এটি একটি বহু চর্চিত ও

আলোচিত বিষয়। সমাজে নারীর অবস্থান সবসময় পুরুষের অধীনে থেকেছে। নারী পুরুষের সাম্য যেখানে একান্ত কাম্য, সেখানে সৃষ্টি হয়েছে বৈষম্য। নারী সমাজে কখনও পুরুষের সমমর্যাদা পায়নি। নারী সর্বক্ষেত্রে লিঙ্গবৈষম্যের শিকার হয়েছে। সমাজ ও পরিবারে পুরুষের একছত্র ক্ষমতা নারীকে ধীরে ধীরে পুরুষের অধীনস্থ হতে বাধ্য করেছে।

একসময় মানুষ যাযাবর থেকে স্থায়ী হতে শুরু করে। শুরু করে কৃষিকাজ। কৃষিকাজের বিস্তারে প্রয়োজন হয় আরো অনেক বেশি মানুষের। তাই পুরুষরা নারীকে করে তুলে সন্তান উৎপাদনের যন্ত্রস্বরূপ। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় পুরুষরা ধীরে ধীরে সন্তানের উপর নিজেদের অধিকার ফলাতে থাকে। তাই পুরুষরা নারীকে গৃহবন্দী করে ফেলে। কেননা নারী অবাধ বিচরণ ও একাধিক পুরুষের সঙ্গে মিলিত হয় তাহলে সন্তানের পিতৃপরিচয়ে সংশয় থেকে যায়। আর এখান থেকে শুরু হয় নারীর দুর্দশা। ভারতীয় সমাজেও সেই বৈদিক পরবর্তী যুগ থেকে নারীর বন্দিদশা শুরু হয়। ভারতের বুকে বারবার বিদেশি আক্রমণ ও পুরুষতন্ত্রের সংকীর্ণ মনোভাব নারীকে আরও অন্ধকারে নিমজ্জিত করে দেয়। কিন্তু সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে নারীর ভাবধারার পরিবর্তন ঘটে। নারী তার চাওয়া-পাওয়া অনায়াসে ব্যক্ত করতে পারে। অমর মিত্রের 'ধনপতির চর' (২০০৭ খ্রি.) উপন্যাসের মধ্যে অসংখ্য নারী চরিত্রের ভিড়। তাদের মধ্যে বেশ কয়েকটি নারীর চরিত্র প্রধান হয়ে উঠেছে। উপন্যাসের বর্ণিত নারী চরিত্র গুলির মধ্যে প্রধান হল-বাতাসি, যমুনা ও কুন্তি। মূলত এদেরকে ঘিরেই ঔপন্যাসিক নারী চরিত্রে বিভিন্ন দিক দেখাতে চেয়েছেন।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অন্যতম লেখক হলেন অমর মিত্র। ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দের ৩০ আগস্ট উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাটে জন্মগ্রহণ করেন। লেখকের জন্মের পূর্বে তাঁদের পরিবার পূর্ব পাকিস্তানে বসবাস করত। পরবর্তী সময়ে সেখান থেকে সপরিবারে উঠে আসেন উত্তর ২৪ পরগনা জেলার অন্তর্গত দণ্ডীরহাট গ্রামে। লেখকের পিতা চাকরি সূত্রে কলকাতায় বসবাস শুরু করলে অমরবাবুও সেখানে চলে আসেন। তাঁর প্রথম প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা শুরু হয় মনোহরা একাডেমিতে। এখানে তিনি তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণিতে পড়েন। এরপর দণ্ডীরহাট উচ্চশিক্ষা নিকেতনে পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়েন। এখানেই ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে আই.এস.সি বোর্ডে উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেন। কলকাতার বেলগাছিয়ায় থাকাকালীন অনেক গুণীজনের সাহচর্য লাভ করেন। তিনি বলেন:

“আমি বেলগাছিয়া, টালা পার্কের সামনে বড় হয়েছি। এই অঞ্চল ছিল বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ লেখকদের আবাস। তারশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দাস ও ‘শনিবারের চিঠি’ পত্রিকার প্রেস, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, গৌরকিশোর ঘোষ, গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য: আরো অনেকে।”

এঁদের সাহচর্য পেয়ে লেখকের সাহিত্যের প্রতি এক আলাদা মোহ জন্মে। লেখক ছিলেন বিজ্ঞানের ছাত্র। তিনি রসায়ন বিষয়ে স্কটিশচার্চ কলেজে ভর্তি হন। ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি চাকরি সূত্রে মেদিনীপুর চলে আসেন। তারপর ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে ট্রেনিং শেষ করে পোস্টিং নিয়ে চলে আসেন ডেবরা থানার করগু গ্রামে। এখানের মানুষজন, গ্রামীণ বাতাবরণ লেখককে সাহিত্য রচনায় উদ্বুদ্ধ করে।

১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে লেখকের প্রথম সার্থক ছোটগল্প ‘মেলার দিকে ঘর’ প্রকাশিত হয়। তাঁর প্রথম লেখা উপন্যাস ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে ‘নদী মানুষ’ অমৃত পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। পরবর্তী সময় এই উপন্যাস পুস্তকাকারে ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দে ‘সুবর্ণরেখা’ নামে প্রকাশিত হয়। এছাড়া অন্যান্য রচনাগুলি হল:

‘অশ্চরিত’ (বঙ্কিম পুরস্কার ২০০১ খ্রি.), ‘ধ্রুবপুত্র’ (সাহিত্য অকাদেমি ২০০৬ খ্রি.), ‘আসনবনি’, ‘কৃষ্ণগহ্বর’, ‘নদীবসত’, ‘ধনপতির চর’ এছাড়া আরও অনেক।

তাঁর প্রাপ্ত পুরস্কারের তালিকাও সংক্ষিপ্ত নয়। ২০০১ খ্রিস্টাব্দে 'অশ্চরিত' উপন্যাসের জন্য বঙ্কিম পুরস্কার পান, ২০০৬ খ্রিস্টাব্দে 'ধ্রুবপুত্র' উপন্যাসের জন্য সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার পান। এছাড়াও ২০০৪ খ্রিস্টাব্দে শরৎ পুরস্কার, ২০১০ খ্রিস্টাব্দে গজেন্দ্র কুমার মিত্র পুরস্কার, ২০১৭ খ্রিস্টাব্দে যুগশঙ্খ পুরস্কার ও ২০১৮ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার শরৎ সমিতি প্রদত্ত রৌপ্য পদক ও 'গতি' পত্রিকার সম্মাননা পেয়েছেন।

অমর মিত্রের বিখ্যাত উপন্যাস 'ধনপতি চর' ২০০৭ খ্রিস্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। বাংলা সাহিত্যে যেসব নদীকেন্দ্রিক উপন্যাস রয়েছে, তাদের থেকে এটি ভিন্ন স্বাদের। আলোচ্য উপন্যাসে জল আছে, জেলে আছে, মাছ মারা আছে; কিন্তু উপন্যাসে এই বিষয়গুলি মুখ্য নয়। মুখ্য হয়ে উঠেছে ধনপতির চরে বসবাসকারী নারীর জীবনচর্চা।

উপন্যাসে দেখি, ঘোড়াদল থেকে দূরে বঙ্গোপসাগরের মোহনায় রয়েছে ধনপতির চর। অনেকটা কাছিমের পিঠের মতো জলের উপর ভাসমান। এই ধনপতির চর ও এখানে আসা ছয় মাসের মানুষদের নিয়ে গোটা উপন্যাসটি রচিত। এই চরের মালিক ধনপতি সর্দার। ধনপতির পূর্বপুরুষ ছিল লিসবোয়া থেকে আসা হার্মাদ পেরদরু। ধনপতি সেই বংশের বংশধর। এই ধনপতির চরে আশ্বিন মাসে পূজো শেষে জেলেরা নিজেদের স্ত্রী, সন্তান রেখে মাছ ধরতে আসে। আর জেলেদের সঙ্গে আসে শহরের বিভিন্ন স্থানে ঘুরে বেড়ানো মেয়েরা। এই মেয়েরা জেলেদের সঙ্গে ছয় মাসের অস্থায়ী সংসার পাতে। উপন্যাসে দেখি:

“আশ্বিনে দুর্গাঠাকুর গেলেন, জেলেদের মনে পড়ল ধনপতির চরের কথা। শুধু চর কেন, জেলেদের কথাও। সংসার, বউ, ছেলেমেয়ে পড়ে থাকল ঘোড়াদলে, তারা চলল ধনপতির। চরে। ওখানে থেকে ফিশিং হবে, চরে মাছ শুকোন হবে, শুকোন মাছ পাঠানো হবে ডাঙায়, ঘোড়াদল হয়ে কতদূর! ধনপতির চরে জেলেনিরা আসে দশদিক থেকে। জেলেরা আসে তাদের লোভে লোভেও। ধনপতির চরে কাম জাগে। চরখানিই যেন এক রূপবতী মেয়েমানুষের মতো। তাদের ডাক দেয় আশ্বিনে। সেই ডাক জেলেনিরাও পায়। তারা বোশেখ থেকে আশ্বিনে পেটে খায় না, ঘাস পাতা খেয়ে বাঁচে। আশ্বিনের শেষ থেকে চৈত্র অবধি চরে এসে খেয়ে বাঁচে। খেয়ে বাঁচে, রমনে বাঁচে, সুখে বাঁচে।”^২

জেলেনিরা চরে অস্থায়ী ঘর বাঁধে। ধনপতির চরে সকলে বিশ্বাস করে এই চর কাছিমের পিঠের উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে। কাছিম যেদিন জেগে উঠবে, এই চর সেদিন তলিয়ে যাবে। তাই তারা কার্তিক পূর্ণিমায় কাছিম সর্দারের পূজা করে। এই পূজো আর অন্য কোথাও নেই। এই পূজা নিঃশব্দের পূজা। এখানে শাঁখ, কাসর, ঘন্টা কোনও কিছুই থাকে না। জেলেনিরা গাবতলায় কাদামাটি মেখে কাছিম সর্দার বানায়। কাছিমের গলাটির আকার দেয় পুরুষাঙ্গের মতো, আর পিঠটিকে নারীর স্তনের মতো আকার দেয়। উপন্যাসে দেখি:

“বাতাসি গুনগুন করে, সবাই বলো, ছদ্দার তুমি ঘুমাও, তুমারে আমরা জল পানি দিলাম, দুধ কলা দিলাম, মগুা মেঠাই দিলাম, পাঁউরুটি বিস্কুট দিলাম, শয়তান কুমিরের জ্যান্ত ছানা দিলাম, তুমি ঘুমাও ছদ্দার।

যমুনা, কুন্তিরা বলে, ঘুমাও ঘুমাও, তুমারে জাড়ের আগুন দিলাম, তুমারে জাড়ের কম্বল, দিলাম, তুমার মুখে নতুন গুড় দিলাম, খাজুর রস দিলাম, ঘুমাও ছদ্দার, আমরা জেগে আছি, তুমি ঘুমাও।”^৩

তারা সবাই বিশ্বাস করে এই কাছিম সর্দার সবাইকে রক্ষা করে। জেলেরা যখন জলে যায় তখন এই কাছিম সর্দার তাদের বিপদে সহায় হয়।

শহরের ভিন্ন স্থান থেকে আসা জেলেনিরা চরে এসে নতুন জীবনের স্বাদ পায়। তারা শহরে থাকার সময় না খেতে পেয়ে শীর্ণকায় হয়ে থাকে; অথচ এই চরে এসে এক মুঠো খেতে পেয়ে শরীরে লাভণ্য ধরে। জেলেনিরা চরে সারাদিন মাছ শুকায়। জেলেরা মাছ ধরতে গেলে জেলেনিরা নানা ব্রতের মধ্যে থাকে। জেলেনিরা মলিন বস্ত্রে থাকে, চুলে তেল নেয় না, চুল বাঁধে না। তারা প্রার্থনা করে জেলেরা যাতে ভালো করে ফিরে আসে। এইসব জেলেনিদের নিজের কোন ধর্ম নেই। জেলেরা সাগর থেকে ফিরে এলে চুলে সাবান দেয়, মাথা বাঁধে, সিঁদুর পরে। অথচ ছয় মাস পরে জেলেরা নিজের ঘর ফিরে গেলে জেলেনিরা আবার ভ্রাম্যমান জীবনে পাড়ি দেয়। তখন ধনপতির চর নির্জন পড়ে থাকে।

এই চরের মালিক ধনপতি। তার নামে চরের নামকরণ করা হয়েছে। তার পূর্বপুরুষ পেরুর এই চরে এসেছিল। আর আজ বংশানুক্রমে ধনপতি এই চরের মালিক। ধনপতি জেলেরা কাছ থেকে খাজনা তুলে। গরমেনের লোক আসে, ধনপতির কাছে টাকা নেয়, রাতের জন্য শয্যাসঙ্গী নেয়। এই চরে জেলেনিদের কেন্দ্র করে চলতে থাকে নারীপাচারের মতো চক্রান্ত। গরমেনের লোক মঙ্গল মিদে আসে, দশরথ ব্যাপারি আসে মেয়ে মানুষের সন্ধানে। উপন্যাসে দেখি:

“একটা ভাল মেয়েমানুষ তুলে নিয়ে যেতে পারলেই নিজের তো ভোগ হয়, তারপর দামে বেচে দেওয়া যায়। এতবড় দেশ, এত বড় বাজার-এদেশে কী না বেচাকেনা হয়। আলপিন থেকে সাগর নদী পাহাড় পর্যন্ত। তার ভিতরে মেয়েমানুষের সবচেয়ে বেশি চাহিদা।”^৪

দশরথ ব্যাপারির বাতাসিকে পছন্দ হয়। বাতাসিকে দশরথ ব্যাপারি বেশি দামে বিদেশে বিক্রি করে দিতে চায়। তাই মঙ্গল মিদেকে অগ্রিম টাকা ধরায়। বাতাসি দশরথ ব্যাপারি ও মঙ্গল মিদেদের কথা মেনে নেয় না। বাতাসি তার পাতানো স্বামী গণেশকে ছেড়ে যেতে নারাজ। ব্যাপারি ও কনস্টেবল মঙ্গল মিদা বেশি জোর করলে বাতাসি তাদের ঘরের মধ্যে আটকে দেয়। লোক জড়ো করে দশরথ ও মঙ্গলকে ঘোড়াদলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

বাতাসি ও অন্যান্য মেয়েরা গরমেনের গায়ে হাত তুলে। তাই ইনকোয়ারির জন্য আসে বড় গরমেন কেরানি মালাকার। সে এসে একে একে সবার ইনকোয়ারি করতে চায়। ইনকোয়ারির নামে মালাকার বাতাসির সঙ্গে রাত কাটাতে চায়। বাতাসি তাতে রাজি হয়না। কুস্তি মালাকারের সঙ্গে রাতে থাকতে রাজি হয়। মালাকার দমে যায়, কারণ কুস্তি তুকতাক বিদ্যা জানে। মালাকার ঘোড়াদল চলে যায়। এদিকে বৃদ্ধ ধনপতির যুবতী স্ত্রী কুস্তি চরের নতুন ধনপতি হয়। নাম হয় ধনেশ্বরী কুস্তি।

ধনপতির চরে এবার কুস্তীর শাসন চলে। কুস্তীর আদেশ মতো চরের সব নারী মাথায় ঘোমটা দেয়। এরপর চর দেখতে আসে বি.ডি.ও অনিকেত সেন। কুস্তি নিজের শরীর অনিকেতকে তুলে দেয়, বদলে অনিকেতের কাছে চেয়ে নেয় চরে স্থায়ী বসবাসের অনুমতি। এতে অনিকেত রাজী হয়। সে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে চিঠি করে; কিন্তু দশরথ ব্যাপারির প্ররোচনায় অনিকেত ব্যর্থ। এই চরের পাড়া নেয় দশরথ সিং। সে এই চরে রিসোর্ট বানাবে। তাই চরের মানুষ উচ্ছেদের জন্য মঙ্গল মিদে ও মালাকারকে পাঠানো হয়। জল থেকে তারা চর ছেড়ে চলে যাবার কথা ঘোষণা করে চলে যায়। এদিকে ধনপতির চর জেলেনিদের হাহাকারে পরিণত হয়।

উপন্যাসের মধ্যে বাতাসিকে পাই, যে স্বামী হিসেবে গণেশ জেলেকে বেছে নিয়েছে। বাতাসি দেখতে ভাল, আর তাই দশরথ ব্যাপারি ও মঙ্গল মিদেদের মতো নারী লোলুপদের চোখ পড়ে বাতাসির উপর। দশরথ ব্যাপারি বাতাসিকে কিনে নিতে চায়, কিন্তু বাতাসি তাতে রাজি হয়না। বাতাসি চরে গণেশ জেলের সঙ্গে

থাকে। বাতাসি গণেশকে কেবল পাতানো স্বামী মনে করে না, বাতাসির অন্তর থেকে পতিভক্তি ছিল। তাই বাতাসি গণেশের অর্থ অযথা ব্যয় করত না, এমনকি গণেশ সাগরে গেলে বাতাসি নানারকম পালন ও সংস্কারের মধ্যে থাকত।

বাতাসি চর থেকে যখন ঘোড়াদলে যায় তখন জব্বর মোল্লার সঙ্গে ঘর করে। চৈত্র থেকে ভাদ্র মাস পর্যন্ত জব্বর মোল্লার সঙ্গেই থাকে। আসলে বাতাসিদের মত নারীদের কোন স্থায়ী বাসস্থান নেয়। তাই ছয় মাস চরে তো ছয় মাস ঘোড়াদলের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরতে থাকে। বাতাসের কোন পিতৃপরিচয় নেয়। তার মা পাঁচবিবি। বাতাসির বাবা পাঁচবিবির পেটে বাতাসিকে রেখে পালিয়ে যায়। বাতাসি নিজের ধর্ম পর্যন্ত জানে না। বাতাসি কোন পিতৃপরিচয় না থাকলেও তার মধ্যে নারীত্বের সব গুণ ছিল। সে জানে গণেশ তার স্বামী, তাই দশরথ ব্যাপারি বারবার প্রলোভন দেখালে বাতাসি প্রতিবাদ জানিয়ে বলে:

“একখান ছুরি দ্যাও দেখি, তুমার পেটে ঢুকায়ে আমিও মরি, সোনারপুরের মালতী অমনি করে মরিলো, মরার সময় বলিলো সঙ্গে ওড়া রাখতি, পারবা দিতি?”^৫

এক সময় দেখি বাতাসি বিক্রি হয়ে যায় নিজের অজান্তে। দশরথ ব্যাপারি ও কনস্টেবল মঙ্গল মিদে বাতাসিকে নানান দিক থেকে জোর করতে থাকে। বাতাসি নিজেকে বাঁচাতে অন্য পস্থা ধরে, যাতে দশরথ ব্যাপারী তাকে না নিয়ে যায়। সেজন্য বাতাসি স্নান পর্যন্ত করেনি। কিন্তু তাতে বাতাসির শেষ রক্ষা হয়নি। দশরথ ব্যাপারি বাতাসিকে ধর্ষণ করতে উদ্ধত হয়। তাই দশরথ ব্যাপারি ও মঙ্গল মিদে বাতাসির ঘরে ঢুকলে, বাতাসি তাদের আটক করে। চরের সবায় কনস্টেবল ও ব্যাপারিকে অপমানিত করে ঘোড়াদল পাঠিয়ে দেয়। বাতাসি নিজের বুদ্ধির জোরে নিজেকে রক্ষা করে। আসলে বাতাসির মধ্যে সৎ গুণ ছিল। সে কোন কিছুর বিনিময় নিজেকে বিক্রি করে দেয় নি। বাতাসি নিজেকে পবিত্র রেখেছে। এই ধনপতির চরে সবাই দেহ ব্যবসা করলেও বাতাসি করেনি। সে কেবল গণেশকে স্বামী হিসেবে মেনেছে। বাতাসি জানে এই ছয় মাসের সংসার অস্থায়ী, তবুও গণেশকে সন্তান চেয়েছে। বাতাসি বলেছে:

“সে মাগী নেয় নাই, পারে নাই, আমি সতী নারী, আমার ভিতরে পাপ ছিল নি, গরমেন রে পর্যন্ত ফুটায়ে দিচ্ছি, আমি তুমারে নিতি চাই কত্তা, তুমি আমার ভিতরে গে ভাসপা, তুমারে আমি পেটে ধরব ছদ্দার, আমারে এটডা খোকা দাও।”^৬

বাতাসি চেয়েছে গণেশ সন্তান দিয়ে ঘোড়াদলে চলে যাক। বাতাসি তার সন্তানকে নিয়ে ধনপতির চরে পড়ে থাকবে। মনে করবে তার স্বামী হুমাসের জন্য ঘোড়াদলে গিয়েছে।

উপন্যাসের আরেকটি অন্যতম চরিত্র হলো কুন্তি। চরের মালিক ধনপতির সবচেয়ে কম বয়সের বিবি হল কুন্তি। ধনপতির আগেও অনেক বিবি ছিল, কুন্তি হল সবচেয়ে ছোট। কুন্তি কম বয়সের অল্প বয়সী মেয়ের মত স্বভাব দেখা যায়। তবে অল্প বয়সের হলেও তার উপস্থিতি বুদ্ধি ছিল অনেক। বাতাসির ব্যাপারে মালাকর ইনকোয়ারির জন্য আসে। মালাকর কুন্তিকে ভোগ করতে চেয়েছে। কুন্তি মালাকরকে জানিয়েছে, সে কামরূপ কামাখ্যার তুকতাক করা বিদ্যা জানে। এতে মালাকর নিরস্ত হয়। কুন্তির বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ধনপতির অক্ষম হতে থাকে। কুন্তির খুব ইচ্ছে সে শত শত সন্তানের জননী হয়ে চরে সংসার পাতবে। এজন্য সে ধনপতিকে জোরজবস্তি পর্যন্ত করে।

কুন্তি ধনপতির সঙ্গে থাকলেও তার মধ্যে প্রতিবাদী সত্তার বিকাশ দেখা যায়। উপন্যাসে দেখি, ধনপতির চরে মিটিং হলে সেখানে নাকি মেয়েদের থাকা যাবে না। কুন্তি কিন্তু সেখানে ছিল। সে নিজেকে সুসজ্জিত করে সেখানে যায়। এবিষয়ে ধনপতি তার উপর অধিকার কায়ম করতে গেলে কুন্তি বলে:

“কুস্তির মনে হচ্ছিল ধনপতিকে ধাক্কা মেরে ফেলে দেয়। সে কী করবে না করবে তা বলার কে এই ধনপতি? কুস্তিকে কি কিনে নিয়েছে ধনপতি? কার কাছ থেকে কিনেছে, কবে কিনল? কুস্তি মাটিতে পা ঘষতে থাকে উত্তেজনা। রাগী বিড়ালীর মতো গরগর করে উঠতে উঠতে ও নিজের রোষ সম্বরণ করে গনগনে চোখে ধনপতিকে দেখতে থাকে।”^৭

ধনপতি অক্ষম হলে চোরের মালিক হয় কুস্তি। চরে ধনেশ্বরী কুস্তির বৃত্তান্ত তৈরি হতে থাকে। এতদিন চরে নিয়ম ছিল গরমের লোক এলে তাদের ভোগের জন্য মেয়েদের দিতে হবে। কুস্তি এই নিয়মকে ভাঙতে চেয়েছে। তাই সে চরে ঘোমটার প্রচলন করে। আসলে কুস্তি বুড়ো ধনপতির সঙ্গে ছিল অনেকটা বাধ্য হয়ে। নিজের অল্পের সংস্থানের কারণে বুড়ো ধনপতিকে স্বামী হিসেবে মেনে নিয়েছে, কিন্তু নিজের যৌন চাহিদাকে শেষ করে দেয়নি। তাই যখন বি.ডি.ও অনিকেত সেন নতুন করে ইনকোয়ারি করতে আসে, তখন তাকে ঘিরে কুস্তির অনুরাগ তৈরি হয়। তাই খুস্তি অনিকেত বাবুকে জানায়:

“যেদিন তুমারে দেখিছি গরমেন, সেদিনই আমার মনে ডাক উঠেছে যদি আমারে কেউ নেয়, এই গরমেন নেবে, এই গরমেন আমারে নিক, বেচে দিক, গাঙে ফেলে কুমির দিয়ে খাওয়াক, বাঘের দ্বীপে ফেলে আসুক, চরে রেখে জলে আসুক, আমি মেনে নেব।”^৮

যে কুস্তি একসময় ছেলেমানুষি করেছে, তার মধ্যেই বিস্তর পরিবর্তন ঘটেছে। কুস্তি চরের মালিক হওয়ার পর প্রজাদের কথা ভেবেছে। কুস্তি চেয়েছে চরে জেলেনিদের স্থায়ী সংসার হোক। তাই সে নিজের শরীর অনিকেতের হাতে তুলে দেওয়ার পর চরের পাট্টা চেয়েছে। সে অনুভব করেছিল চরে যদি মেয়েদের স্থায়ী সংসার হয়, তাহলে জেলেরা ঘোড়াদল থেকে নতুন মেয়ে নিয়ে আসতে পারবে না। তাই সে নিজের চাওয়া পাওয়াকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছে। উপন্যাসে দেখি:

“কুস্তি আর কথা বলে না। তার বলার কথা বলেছে সে ধনপতি সর্দারকে। এখন সর্দার বুঝুক। সর্দার যদি ভাল হয়ে থাকে, সে যা করবে তা যদি সর্দার সমর্থন করে কোনো অসুবিধে নেই। নাহলে অন্য পথ নিতে হবে। এই চরমাটিতে সে বারোমাসের সংসার পাতবেই। বড় গরমেনকে টেনে টেনে আনবে। গরমেনের কাছ থেকে একশো ছেলে পুলে পাবে সে। তারা সব চরে ছড়িয়ে পড়বে। সর্দার কি তাকে মা করতে পারবে?”^৯

এভাবেই ঔপন্যাসিক বাতাসি, কুস্তির মত নারী চরিত্রগুলি অবতারণ করার মধ্য দিয়ে নারী মনের ভিন্ন ভিন্ন দিকের পরিচয় দিয়েছেন।

তথ্যসূত্র:

১. Irabottee.com অমর মিত্র সংখ্যা: মুখোমুখি নদীর মানুষ অমর মিত্র -ইরাবতী।
২. মিত্র, অমর। ধনপতি চর। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ আগস্ট ২০১৬, পৃ. ১০।
৩. তদেব, পৃ. ১১।
৪. তদেব, পৃ. ১১৬।
৫. মিত্র, অমর। ধনপতির চর। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ আগস্ট ২০১৬, পৃ. ৩৪।
৬. তদেব, পৃ. ১৫০।
৭. তদেব, পৃ. ১৫৩।
৮. তদেব, পৃ. ৩২৩।
৯. তদেব, পৃ. ৩৫২।

গ্রন্থপঞ্জি:

১. ভট্টাচার্য, সুকুমারী। প্রাচীন ভারতে নারী ও সমাজ। এন.বি.এ. প্রথম প্রকাশ ২০০৬।
২. বসু, পূর্ববী। নারী, মাতৃত্ব ও সৃজনশীলতা। অবসর, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ বইমেলা ২০১৪।
৩. বসু, স্বপন। সতী, পুস্তক বিপণী, তৃতীয় সংস্করণ জানুয়ারি ২০২০।
৪. বসাক, তৃষ্ণা। মেয়েদের সেকাল, একাল ও চিরকাল। সোপান, কলকাতা, প্রকাশ ২০ ফেব্রুয়ারি, ২০২১।
৫. বাগচী, যশোধরা। নারী ও নারীর সমস্যা। অনুষ্টুপ, কলকাতা, অনুষ্টুপ সংস্করণ মার্চ ২০১২।
৬. মিত্র, অমর। ধনপতির চর। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ আগস্ট ২০১৬, পৃ.৩৪।